অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৫ ▪ মে ২০১৯

আলাপ

রাজিয়া ও তাহেরের জীবনযুদ্ধ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৫
মে ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

আলাপ পত্রিকার এ সংখ্যার মূল রচনা বিভাগে আছে কিশোরগঞ্জ জেলার রাজিয়া আর তাহের মিয়ার কাহিনি। রাজিয়া থাকেন কুলিয়ারচরের নাপিতচর গ্রামে। বিয়ের আগে বাবার সংসারে তার দিন কাটতো কষ্টে। অভাব ছিলো তাদের সংসারে। তাহের মিয়ার সঙ্গে বিয়ের পরেও সে অভাব দূর হয়নি। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই অভাব জয় করার পথ খুঁজছিলেন। শেষে রাজিয়ার বুদ্ধিতেই তাহের মিয়া ডিএফইডি থেকে ঋণ নিয়ে শুরু করেন হাঁস পালন। নতুন জীবন শুরু হয় তাদের। কিন্তু হাঁসের খামার গড়ে তুলেই তারা থেমে যাননি। পাশাপাশি গাভী কিনে শুরু করেন দুধ বিক্রি। ৫০টি হাঁস দিয়ে শুরু করেছিলেন তাহের মিয়া। এখন তার খামারে রয়েছে ৪০০টি হাঁস। গোয়ালে ৫টি গাভী। সংসারে সুদিন এসেছে তাদের। রাজিয়া যেমন স্বামীর এই জীবনযুদ্ধে পাশে দাঁড়িয়েছেন তেমনি সামলেছেন সংসার। তাদের যৌথশ্রম পাল্টে দিয়েছে সংসারের চেহারা।

এই সংখ্যা আলাপের জেনে নেই বিভাগে রয়েছে সামর্থ প্রকল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা। দেশের ৭টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় মানুষের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও সুবিধার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে লেখায়।

যশোর জেলার খাজুরা বাসস্ট্যান্ডে ছোট্ট দোকান চালিয়ে জীবন চালান লাইলী বেগম। অভাবের তাড়নায় ভেবেছিলেন ভিক্ষা করবেন। এখন সে অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাইলী নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছেন। লাইলী বেগমের জীবনযুদ্ধের কথা আছে আমরা নারীরা বিভাগে।

এ ছাড়াও আলাপের অনান্য নিয়মিত বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা। ■

সূচিপত্র

- রাজিয়া ও তাহেরের জীবনযুদ্ধ ১ - ২
- মনোহরদীতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন ৩
- সফল ভাবে শেষ হলো শান্তি বিনিয়োগের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম ৩
- সামর্থ প্রকল্প ৪ - ৫
- এক সময় ভিক্ষা করুম ভাবছিলাম ৬ - ৭
- দেড়শ বছরের পুরনো মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি ৮ - ৯
- আমাদের সংলাপ ১০ - ১১
- মৌমাছি মানব ১২
- আজব মাছবৃষ্টি ১৩

রাজিয়া ও তাহেরের জীবনযুদ্ধ

মূল রচনা

সংসার আর হাঁসের খামারও সামাল দেন রাজিয়া

কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচরের নাপিতেরচর গ্রামের বাসিন্দা রাজিয়া বেগম। বাবার বাড়িতে বহুদিন ভালো করে খাওয়াও জোটেনি তার। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা মারা যান। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন দিনমজুর বাবা। তাকে হারিয়ে সমস্যার সাগরে পড়েন রাজিয়া। সংসারে তিন বোনের মধ্যে রাজিয়াই ছিলেন বড়। সংসারের অভাব দূর করার জন্য রাজিয়া তখন অনেক ভেবেছেন। খুঁজেছেন আয়ের পথ। কিন্তু তখন সমাজ এবং আর্থিক সংকট তাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি।

এরই মাঝে বিয়ে হয় রাজিয়ার। কিন্তু স্বামীর সংসারেরও ছিলো একই চিত্র। সেই অভাব পেছন ছাড়ে না রাজিয়া আর তার স্বামী তাহের মিয়ার। স্বামীর সঙ্গে নানা পরামর্শ করে দিন কাটে রাজিয়ার। কিন্তু তারা আয়ের পথ খুঁজে পায় না। তাহের মিয়ার ছিলো হাঁস পালনের আগ্রহ। কিন্তু টাকার অভাবের কারণে সেখানেও তেমন সুবিধা করতে পারেননি তাহের মিয়া।

শেষে বেঁচে থাকার পথের খোঁজ পান রাজিয়াই। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ডিএফইডি থেকে ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার খবর রাজিয়াই তাহের মিয়াকে জানান। তারই পরামর্শে তাহের ২০১৪ সালে স্থানীয় পানকৌড়ি-৩৪ নং দলে ভর্তি হয়। প্রথমে তিনি ডিএফইডি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম থেকে ১৪ হাজার টাকা নেন। টাকা হাতে পেয়ে দুজনে বাজার থেকে ৫০টি হাঁস কেনেন। সেই ৫০টি হাঁস দিয়েই শুরু হয় তাদের নতুন জীবনের পথচলা। হাঁসের ডিম বিক্রী করে তাহের মিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালো

হাঁসের পাশাপাশি গাভী পালন

তাদের সংসারে সেই অভাব আর নেই

হতে থাকে। ডিম বিক্রি করেই তাহের মিয়া ঋণের টাকা পরিশোধ করে ফেলেন। তাকে একটি গাভী কেনার পরামর্শ দেন রাজিয়া। তাহের মিয়া আবার ডিএফইডি থেকে ২৪ হাজার টাকা ঋণ নেন। সে টাকা দিয়ে তিনি একটি গাভী কেনেন।

এবার উন্নতির ছোঁয়া ভালো করেই লাগে তাহের ও রাজিয়ার সংসারে। একটি গাভীর দুধ বিক্রি করে আরো ৩টি গাভীর মালিক হন তারা। পাশাপাশি চলতে থাকে হাঁস পালনের কাজ। লাভের টাকা দিয়ে তাহের মিয়া একটি আধাপাকা বাড়ি তৈরি করে ফেলেন। তাদের এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

সংসারের উন্নতির জন্য স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেন রাজিয়া। তাহের মিয়া হাঁস পালনে বেশি ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ে রাজিয়া বেগম পুরোটা সময় দেন গাভীর যত্নে। এসব কাজের পাশাপাশি রাজিয়া সামাল দেন সংসারের সব কাজ।

তাহের মিয়া সংসারের আর্থিক উন্নয়ন ঘটাতে মিশন থেকে আবারো ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। এই টাকায় কেনা হয়েছে আরেকটি গাভী। এখন প্রতিদিন আরো বেশি পরিমাণ দুধ ও ডিম বিক্রী করে ভালোই চলছে তাদের সংসার।

এখন তাহের মিয়ার ৫টি গাভী ও ৪০০টি হাঁস রয়েছে। রাজিয়া ও তাহের মিয়ার সংসারের এই উন্নতি তাদের গ্রামের অনেককেই উৎসাহিত করছে। তাদের কেউ কেউ হাঁস ও গাভী পালনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

যৌথ শ্রমের মাধ্যমে রাজিয়া আর তাহের মিয়া তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। ঘরের সব কাজ সামলে সংসারের আর্থিক উন্নতির জন্য কাজ করছেন রাজিয়া। তার শ্রম এবং বুদ্ধি অন্য নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

সুমন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ডিএফইডি, বেলাবো-নরসিংদী-২

নোটিশ বোর্ড

মনোহরদীতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন

সম্প্রতি ডিএফইডি'র উদ্যোগে নরসিংদীর মনোহরদীতে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস -২০১৯ পালিত হয়েছে। ডিএফইডি'র 'সমৃদ্ধি কর্মসূচি' ও শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ গত ২৯ মে দিনটি পালন করে। অনুষ্ঠানের শ্লোগান ছিলো 'তামাকে হয় ফুসফুস ক্ষয়, সুস্বাস্থ্য কাম্য, তামাক নয়'। দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভা । র‍্যালী শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মনোহরদী সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়ক আসাদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান সাদেকুর রহমান শামীম।

সফল ভাবে শেষ হলো শান্তি বিনিয়োগের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম

ডিএফইডি'র উদ্যোগে সফল ভাবে শেষ হলো শান্তি বিনিয়োগের উপর দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম। ডিএফইডি'র ঢাকা জোন, ময়মনসিং জোন এবং খুলনা জোন এই কার্যক্রমে অংশ নেয়। ১৭টি এলাকার ৮৪ টি ব্রাঞ্চের মোট ৫০৪ জন কর্মী ওরিয়েন্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার এবং এরিয়া ম্যানেজারগণ। শান্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, শান্তি বিনিয়োগের সুফল, মাঠ পর্যায়ে শান্তি বিনিয়োগের সমস্যা এবং সমাধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আগামী জুলাই মাস থেকে শত ভাগ ব্রাঞ্চে শান্তি বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু হবে।

জেনে নেই

সামর্থ প্রকল্প

দেশের ৭ জেলায় দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে 'সামর্থ্য প্রকল্প' কাজ করছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষ শ্রমশক্তি ও কাজের সুযোগ তৈরি করা। পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতাপূর্ণ, টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষাদান করা। এক কথায় উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্যের বাজার তৈরির কৌশল শেখানোই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পে অর্থায়নের দায়িত্বে আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। হেলভেটাস-সুইস ইন্টার কো-অপারেশন, ট্রেড ক্রাফট এক্সচেঞ্জ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর্স এসোসিয়েশন(বাপা) এবং জেলা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি-এর যৌথ অংশীদারিত্বে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে 'সামর্থ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৭ সাল থেকে। জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বরিশাল এবং শরিয়তপুর জেলার ৩৬টি উপজেলায় এখন সচল রয়েছে এই প্রকল্প। এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং কাজে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে ডিএফইডি।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি হেলভেটাস সুইস ইন্টার কো-অপারেশন ও ডিএফইডি-এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী ডিএফইডি ময়মনসিংহ জেলার ৬টি উপজেলায় (ময়মনসিংহ সদর, ফুলপুর, ফুলবাড়িয়া, হালুয়াঘাট, ইশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল) ২০২০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৪টি কেন্দ্রের (ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ঈশ্বরঞ্জ, নান্দাইল) মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেবে। এখানে ৩২টি ব্যাচে ৮০০ জনকে পাউরুটি, বিস্কুট ও কেক তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। কোর্সের মেয়াদ হবে ৩০দিন। পাশাপাশি ৯ দিনের সংক্ষিপ্ত কোর্সেও ২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

দেশের ৭টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ দেবেন ৩৫ জন সেবাপ্রদানকারী। এই প্রকল্প থেকে ৮০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী অর্থপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। কাজে নিযুক্ত হওয়া ২০ হাজার জনের মধ্যে ১০ শতাংশ নিজেরাই কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে।

ভর্তির যোগ্যতাঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা-নুন্যতম ৫ম-৮ম শ্রেণি পাস হতে হবে।

সুবিধাসমূহঃ

১. উৎপাদনশীল শ্রমখাতে বিশেষায়িত কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ।

২. বিদেশ যেতে ইচ্ছুকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ।

এ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে ১০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের নাম জাতীয় দক্ষতা ডাটাবেজে অর্ন্তভুক্তিকরণের সুযোগ।

৪. প্রশিক্ষণ শেষে কৃতকার্যদের কারিগরী বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রদান।

৫. ফুড এন্ড বেভারেজ শ্রমশিল্পে আকর্ষণীয় বেতনে শতভাগ কর্ম-সংস্থানের সুযোগ।

৩০ প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা নেয়ার পর কৃতকার্যদের কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট দেয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরি পেতেও সহায়তা করা হবে।

এ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে ১০০জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ জন চাকরি পেয়েছেন। ১০জন ব্যবসা করছেন। নতুন ৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে

ডিএফইডি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডিভিটিআই), ময়মনসিংহ

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

বাড়েরা, চৌরাস্তা, বাইপাস, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

মোবাইলঃ ০১৭২১১৩০৯০৫,০১৮১১৪৮০০০৬,০১৭১৬১৯২৬২০,০১৯১৭৩৭৩৭৭৬

কৃষিবিদ মোঃ নিয়ামুল কবীর, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), ডিএফইডি

আমরা নারীরা

এক সময় ভিক্ষা করুম ভাবছিলাম

- লাইলী বেগম

যশোরের খাজুরা বাসস্ট্যান্ডে লাইলী বেগমের ছোট্ট দোকান। দোকানে বিক্রি করেন পান, সুপারি, বিস্কুট, চানাচুর। এই ছোট্ট দোকানটি লাইলী বেগমের এখন বেঁচে থাকার শক্তি। একদা দুইবেলা ভালো করে খাওয়া জুটতো না লাইলী বেগমের। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক সময় ঠিক করেছিলেন ভিক্ষা করবেন।

'কী করুম কন? ক্ষেতে কাম করতে চাইছি কিন্তু মহিলা বইলা কাম পাই নাই। তারপর কাজ নিলাম মানুষের বাড়িতে। যা পাই তাই দিয়া মা আর ছেলে কোনোমতে বাঁইচা থাকার চেষ্টা করতাম। তারপর একদিন আহ্ছানিয়া মিশনের মাঠ কর্মী সীমা রানী পথ দেখাইলো।'

এই সীমা রাণীর বুদ্ধিতেই লাইলী ভর্তি হন মিশনের চাঁদনী মহিলা সমিতিতে। অংশ নেন বিভিন্ন মিটিং ও আলোচনা সভায়। আর সেখানেই জানতে পারেন মিশনের ঋণ কর্মসূচির কথা। লাইলী বললেন, **'ছেলেরে লেখাপড়া শিখানোর খুব ইচ্ছা আমার। কিন্তু যে কাজ করি তা দিয়া ইশকুলের খরচ চালানো কঠিন। তাই ঠিক করলাম আমিও ঋণ নিমু সমিতি থেইকা।'** লাইলী জানতেন তাদের হাসিমপুর গ্রামের অনেকেই এই ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ শুরু করেছেন। মিশনের পক্ষ থেকে সমাজের দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান আর আয় বাড়াতে ঋণ দেয়া হয়। লাইলী বেগম চাঁদনী সমিতি থেকে ৬ হাজার টাকা ঋণ নেয়ার জন্য আবেদন

লাইলীর চোখে নতুন স্বপ্ন

করেন। তিনি ঠিক করেন, ঋণ পেয়ে পান, চানাচুর আর বিস্কুট বিক্রির ছোট্ট একটা দোকান দেবেন ।

ঋণের টাকা পেয়ে শুরু হয় লাইলীর নতুন জীবন। জিনিসপত্র কিনে দোকান সাজিয়ে বসেন নিজেই। প্রথমে যেখানে দোকান ছিলো সেখানে বিক্রি তেমন হতো না। পরে নিজেই বুদ্ধি করে দোকান নিয়ে যান খাজুরা বাসস্ট্যান্ডের সামনে। এখন তার দোকানের বিক্রি বেড়েছে।

যশোর সদর উপজেলার হাসিমপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারে লাইলী বেগমের জন্ম। টাকার অভাবে লেখাপড়া হয়নি। কষ্ট করে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখা পড়া করেন তিনি। বাবা লাইলী বেগমকে যশোর সদর উপজেলার একই গ্রামের লোকমান মুন্সির সাথে বিয়ে দেন। দুই বছরের মাথায় তাদের সংসারে আসে একটি ছেলে সন্তান। বিয়ের ১২ বছর পর স্বামী মারা যায়। গভীর সংকটে পড়েন লাইলী। তখন বাবার বাড়ীতেও আর জায়গা হয় না। লাইলি পাশের গ্রাম বেলতলায় মামার বাড়ী চলে আসেন। সেখানেও শুরু হয় তার কষ্টের জীবন। সেই কষ্টের জীবন থেকে আজ লাইলী ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। জানালেন, **‘এহন আর অন্যের বাড়িতে কাম কইরা খাইতে হয় না। দোকানের আয় দিয়া আমার দিন চলে।’**

লাইলী বেগমের এখন স্বপ্ন ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো। তার জন্য ভালো একটা চাকরির

দোকানে কর্মরত লাইলী

ব্যবস্থা করা। লাইলী স্বপ্ন দেখেন দোকানের আয় থেকে ছোট একটা জমি কিনবেন। সেখানে একটা ঘর তুলে বসবাস করবেন। অন্যের বাড়িতে আর থাকতে ভালো লাগে না তার।

লাইলী বেগমের দোকানে ক্রেতা বাড়ছে ধীরে ধীরে। এখন ছেলেও স্কুল থেকে ফিরে মায়ের কাজে সাহায্য করে। আগের ঋণ পরিশোধ হলে আরো ১০ হাজার টাকা ঋণ নেবেন বলে পরিকল্পনা করেছেন লাইলী। এই টাকায় দোকানে আরো জিনিস কিনে গ্রামের নারীদের কাছে বিক্রি করবেন। লাইলী বেগম জয় করেছেন হতাশাকে। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন তার চোখে।

মোঃ খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, ডিএফইডি, ঢাকা

আমাদের দেশে

দেড়শ বছরের পুরনো মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি

মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি

প্রাচীন কালের সাক্ষী নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি। স্থানীয়রা একে মঠেরঘাট জমিদার বাড়ি বলেও অভিহিত করে। শীতলক্ষ্যা নদীর পাশেই গড়ে উঠা এই জমিদার বাড়িটির নামকরণ করা হয়েছে এই গ্রামের নাম থেকে। ১৮৮৯ সালে রামরতন ব্যানার্জী এখানে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন পুরান ঢাকার তাঁতী বাজারের ব্যবসায়ী। তাদের জমিদারীকে প্রসারিত করেন তার ছেলে বিজয় চন্দ্র ব্যানার্জী। তিনি জমিদারী পান ১৮৯৯ সালে। তার দুই ছেলে জগদীশ ও আশুতোশ। বড় ছেলে হওয়ার সুবাদে পরবর্তী জমিদার হন জগদীশ ব্যানার্জী। তাদের জমিদারী তিন পুরুষেই সীমাবদ্ধ ছিল।

জমিদারদের পেছনের ইতিহাস নিয়ে অনেক ধরণের তথ্য পাওয়া যায়। কেউ বলেন, রামরতন ব্যানার্জি ছিলেন নাটোরের রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী। সততার পুরস্কার হিসেবে তিনি মুড়াপাড়া এলাকায় সম্পত্তি লাভ করেন। পরে ১৯০৯ সালে জগদীশ চন্দ্র ব্যানার্জি এ বাড়ির কাজ শেষ করেন। তিনি এ এলাকার ক্ষমতাধর জমিদার হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জমিদারের দুইটি হাতি ও একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনীও ছিল বলে জানা যায়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় জগদীশ ব্যানার্জি এ দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। তারপর থেকে বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বাড়ির সদর দরজার প্রায় সামনে দিয়েই বয়ে গেছে শীতলক্ষ্যা নদী। সে সময় যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিলো নৌ-পথ। আর সেজন্যই বাড়িটি নদীর পাড় ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছিলো। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করেই বড় খোলা প্রান্তর। হাতের বামে দুইটি মন্দির। তার পেছনেই বিশাল আমবাগান। বাগান পার হলে বাঁধানো চারটি ঘাটবিশিষ্ট একটি পুকুর। পুকুরের সামনেই খোলা সবুজ মাঠ। এই জমিদার বাড়িতে ৯৫টি ঘর আছে। আছে কয়েকটি নাচঘর, আস্তাবল, মন্দির, ভান্ডার এবং কাচারি ঘর।

অপরূপ কারুকার্যময় এই জমিদার বাড়ি

ভবনের সামনের পুকুরের বৈশিষ্ট্য হলো, এই পুকুর মাটির নিচ দিয়ে নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো এই জমিদার বাড়ি দেখতে বহু মানুষ সেখানে যান।

এখানে আছে বিশাল বাঁধানো পুকুর

মোঃ জহুরুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (ট্রেইনী), ডিএফইডি রূপগঞ্জ শাখা, নারায়ণগঞ্জ

আমাদের সংলাপ

সানজিদা শেখ পপি
সদস্য নং - ০৯, দল - দোয়েল
স্বামী - আহমদ ফরিদ
ডিএফইডি, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

প্রশ্ন ঃ আমি বাসায় হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ করি। আমি যদি ব্যাবসা সম্প্রসারণ করতে চাই তাহলে ডিএফইডি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর ঃ ডাম ফাউন্ডেশন (ডিএফইডি) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগাম থেকে আপনাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমনঃ

১. আর্থিক সহায়তা
২. কারিগরি সহায়তা
৩. ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা
৪. প্রশিক্ষণের এর ব্যবস্থা
৫. বাজারজাতকরণে সহায়তা

১. **আর্থিক সহায়তাঃ** আপনি যদি হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ বড় আকারে করতে চান ডিএফইডি সহজ শর্তে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিতে শান্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি ঋণ গ্রহন করে মূলধন বাড়াতে পারেন ও ব্যাবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

২. **কারিগরি সহায়তা ঃ** হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে ডিএফইডি আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

৩. **ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা ঃ** একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে সফল ব্যবস্থাপনার উপর । ডিএফইডি আপনাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরামর্শ দেবে। পাশাপাশি ব্যবসায় উন্নতির জন্যও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করবে।

৪. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ঃ** ডিএফইডি আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে। এসব প্রশিক্ষণ আপনার কাজের মান বৃদ্ধি করবে।

৫. **বাজারজাতকরণে সহায়তা ঃ** ডিএফইডি আপনার উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে দিতে পারে।

উত্তরদাতা: মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, শাখা হিসাব রক্ষক, ফতুল্লা শাখা, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ।

রাজিয়া বেগম
সদস্য নং - ২৫, দল - দোলা দল
স্বামী - মোঃ হাসেম আলী
রায়পুরা, নরসিংদী

প্রশ্ন ঃ শান্তি বিনিয়োগ কি? এটা কি ভাবে বাস্তবায়িত হয়?

উত্তর ঃ ডিএফইডির ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 'শান্তি বিনিয়োগ' নামে ইসলামিক মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি শুরু করেছে।

ডিএফইডি গতানুগতিক মাইক্রোফিন্যান্স এর বাইরে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে শান্তি বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ ইসলামী শরিয়া মোতাবেক এখানে সুদ গ্রহণ ও প্রদানকে হারাম করা হয়েছে এবং ব্যাবসাকে হালাল করা হয়েছে।

এখানে সুদ হলো কোন বস্তু বা অর্থ প্রদান করার পর তা ফেরত নেওয়ার সময় হুবহু বস্তু বা অর্থের পরিমানের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা। আর ব্যবসা হলো কোন মালামাল বা পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে তা বিক্রয় করা। সাধারণত ব্যবসার সঙ্গে লাভ জড়িত থাকে। তবে ব্যবসায় লাভ হতে হবে গ্রহণযোগ্য মাত্রায়। এখানে লোকসানের প্রশ্নটিও জড়িত থাকে।

এক্ষেত্রে ডিএফইডি ইসলামী শরীয়াহ্ ও দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির নীতিমালা অনুসরণ করছে।

উত্তরদাতা: মোল্লা আজগর আলী, এরিয়া ম্যানেজার, নরসিংদী-০২, নরসিংদী।

আশ্চর্য পৃথিবী

মৌমাছি মানব

মৌমাছির কামড়কে ভয় পায় না এমন লোক কম আছে পৃথিবীতে। কিন্তু সৌদি আরবের যোহাইর ফাতানি একটু অন্য ধরণের মানুষ। ফাতানি মধু সংগ্রহ করতেন আগে। আস্তে আস্তে তার মাথায় ঢুকলো অদ্ভুত এক ভাবনা। তিনি ঠিক করলেন নিজের গায়ে মৌমাছি বসাবেন। আর ভাবনা অনুযায়ী শুরু হয়ে গেলো তার কাজ। ফাতানী শরীরে মৌমাছি বসিয়ে বিশ্বরেকর্ডের খাতায় নিজের নাম লেখাতে চান। ছবিটা দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে ফাতানীর অবস্থা।

ফাতানী গত তিরিশ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছেন। মৌমাছিদের কামড় খাননি একবারও তিনি? ফাতানী বলছেন, মৌমাছির হুল থেকে রক্ষা পেতে কিছু কৌশল তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি মুখের উপর রাণী মৌমাছি বসিয়ে অন্য মৌমাছিকে আকর্ষণ করেন। রাণী মৌমাছি থাকায় অন্যরা শরীরে বসলেও হুল ফোটায় না।

তিনি গত তিরিশ বছর ধরে এই কাজটা করে চলেছেন। তার তিনটি মধুর খামার আছে। এর একটিতেই আছে ১২ হাজার মৌচাক। তিনি জানান, মধু উৎপন্ন হওয়ার ঋতুতে শ্রমিক মৌমাছি বেঁচে থাকে ছয় সপ্তাহ। অন্যদিকে রাণী মৌমাছি বেঁচে থাকে গড়ে ছয় বছর।

এখন এই মৌমাছির ঝাঁক শরীরে নিয়েই সব কাজকর্ম করেন ফাতানী। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন এতে তার কোনো সমস্যা হয় না।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

আজব মাছবৃষ্টি

মাছের বৃষ্টি! এ আবার হয় নাকি? কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটেছে। বেশিদিন আগের কথা না। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলের লাজামানু নামে এক জায়গায় মধ্যরাতে বৃষ্টি নামলো। খুব বেশি বৃষ্টিও হয়নি। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সেই বৃষ্টির সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে এলো হাজার হাজার মাছ। মাছগুলো আকারে বেশি বড় নয় এবং রঙ ছিলো সাদা। সেই রাতে ওই জায়গার মানুষরা শিল কুড়ানোর মতো মাছ কুড়ালো। তবে মাছগুলো জ্যান্ত ছিলো না। মনে হচ্ছিল ফ্রিজে রাখা মাছ কেউ আকাশ থেকে ঢেলে দিচ্ছে। আস্ট্রেলিয়ায় এই মাছবৃষ্টির ঘটনা কিন্তু নতুন নয়। এর আগে ১৯৬৬ সাল ও ১৯৮৯ সালে সিডনি ও ইপসুইচ নামে দুটি জায়গায় এমন মাছবৃষ্টির ঘটনা ঘটেছিলো।

আমেরিকার হন্ডুরাসে ইয়োরো নামের জায়গায় বছরের মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে একেবারে নিয়ম করে এই ঘটনা ঘটে। এ সময় সেখানে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। বজ্রপাতও ঘটে। বৃষ্টি থামার পর স্থানীয়রা দেখে মাটিতে পড়ে আছে অনেক মাছ। মাছগুলি জ্যান্ত। তারা এই মাছ রান্না করে খায়। ১৯৯৮ সাল থেকে তারা মাছবৃষ্টির দিনে উৎসব করে।

এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা খোঁজখবর নেন। তারা দেখেন ঘটনাটা সত্য। এই মাছ বৃষ্টির ব্যাপারে তারা বলেছেন প্রাকৃতিক কারণেই এরকম ঘটছে। ইয়োরো থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে আটলান্টিক মহাসাগর। সাগরের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠার সময় সঙ্গে ছোট ছোট মাছও নিয়ে যায়। তারপর এই মাছ বাতাসের ধাক্কায় মেঘের সঙ্গে উড়ে চলে আসে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝরে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা রাজ্যেও এরকম মাছ বৃষ্টির কথা শোনা যায়। ১৯৪৭ সালের ২৩ অক্টোবর ওই এলাকার প্রায় ১২৩ কিলোমিটার জায়গায় মাছবৃষ্টি হয়েছিলো। আমাদের পৃথিবীতে কত যে আজব ঘটনা ঘটে তার ইয়ত্তা নেই।

তথ্যসূত্রঃ দি ঢাকা টাইমস, ছবিঃ গুগল

ছবিটি এঁকেছে:
মেঘলা
দ্বিতীয় শ্রেণি, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র, মনোহরদী শাখা

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission